10 JUN 1992

দৈনিক বাংলা 69

তারিখ 10 JUN 1992
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মিছিল

ছাত্রলীগের দুই গ্রুপে দেড় ঘন্টা গুলি বিনিময়

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ দু'দিন বিরতির পর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে প্রচণ্ড গুলি বিনিময় হয়। আধ ঘন্টা ধরে দেড় শতাধিক রাউণ্ড গুলি বিনিময় হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। কোন হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

এদিকে মঙ্গলবার ভোরে অস্ত্রধারীদের সন্ধানে পুলিশ তিনটি হলে নিষ্ফল তল্লাশী অভিযান চালায়। কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

অপরদিকে মঙ্গলবার কয়েকশত স্কুল ছাত্র-ছাত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মিছিল করে তাদের নিরাপত্তার দাবী জানায়।

ক্যাম্পাসে গুলি বিনিময়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবের একজন কর্মচারী জানান, সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড গোলাগুলি শুরু হয়। জহুরুল হক হল ও সলিমুল্লাহ হলে অবস্থানরত অস্ত্রধারীরা অন্ধকারে

(আটের পাতায় ১-এর কঃ দ্রঃ)

ছাত্রলীগের দুই গ্রুপে দেড় ঘন্টা গুলি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

পরস্পরের দিকে বৃষ্টির মত গুলিবর্ষণ করতে থাকে। গাঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত ক্যাম্পাসে প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়। ক্যাম্পাসের অধিবাসী ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীদের মধ্যে চরম আতংক ছড়িয়ে পড়ে।

টেলিফোনে যোগাযোগ করা হলে নীলক্ষেত পুলিশ ফাঁড়ি থেকে জানানো হয়, সাড়ে সাতটা থেকে আটটা পর্যন্ত সলিমুল্লাহ হল ও জহুরুল হক হলের অস্ত্রধারীরা প্রায় দেড় শতাধিক রাউণ্ড গুলিবর্ষণ করে। আটটার পর একটানা গুলিবর্ষণ বন্ধ হয়ে গেলেও বিক্ষিপ্তভাবে গুলিবর্ষণের শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল।

পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে।

শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত সলিমুল্লাহ হল ও জহুরুল হক হলের অস্ত্রধারীদের মধ্যে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছিল। উল্লেখ্য, মঙ্গলবার সকালে এই দু'টি হলে পুলিশ তল্লাশীর পর সন্ধ্যায় এই গোলাগুলি হয়। গোলাগুলির সময় পুলিশ যথারীতি সলিমুল্লাহ হলের গেটে পাহারা

গত ২৭ মে ছাত্রলীগের একটি উপদল জহুরুল হক হল দখল করে নেবার পর এটিই সবচেয়ে বড় গোলাগুলির ঘটনা বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান।

তিনটি হলে তল্লাশী

অস্ত্রধারীদের সন্ধানে পুলিশ মঙ্গলবার ভোরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি হলে দ্বিতীয়বারের মতো নিষ্ফল তল্লাশী অভিযান চালায়।

জহুরুল হক হল, জগন্নাথ হল ও সলিমুল্লাহ হলে এক ঘন্টা ধরে এই তল্লাশী অভিযান চালিয়ে পুলিশ কোন অস্ত্র উদ্ধার বা অস্ত্রধারীকে গ্রেপ্তার করতে ব্যর্থ হয়। উল্লেখ্য, মাত্র এক সপ্তাহ আগে পরিচালিত পুলিশের আরেকটি তল্লাশী অভিযানও একইভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। সেবারের পুলিশ তল্লাশীর পর মুহূর্তেই বিশ্ববিদ্যালয়ে গোলাগুলি শুরু হয়। আর গতকালের তল্লাশীর পরও সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'দল অস্ত্রধারীর মধ্যে প্রচণ্ড গোলাগুলি হয়।

নিরাপত্তার দাবীতে মিছিল

কয়েকশত স্কুল ছাত্র-ছাত্রী মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মিছিল করে তাদের নিরাপত্তা বিধানের দাবী জানায়। রোববার এক সন্ত্রাসী ঘটনায় তাদের তিন সহপাঠীর গুলিবিদ্ধ হওয়ার প্রতিবাদে ছাত্রছাত্রীরা এই মিছিল বের করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সমিতিসহ আরও কয়েকটি ছাত্র সংগঠনও পৃথক পৃথক সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্কুল ছাত্রদের ওপর সন্ত্রাসীদের বর্বরোচিত হামলার নিন্দা জানায়। এসব সভা-সমাবেশে অবিলম্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে অস্ত্র ও সন্ত্রাসমুক্ত করে ক্যাম্পাসে সবার জীবনের নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনার দাবী জানানো হয়।

নীলক্ষেত স্কুল, উদয়ন স্কুল ও ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরী স্কুলে অধ্যয়নরত কয়েকশত ছাত্র-ছাত্রীর একটি বিক্ষোভ মিছিল সকাল এগারটায় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে। ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন শ্লোগান দিয়ে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানায় এবং তাদের জীবনের নিরাপত্তা বিধানের দাবী জানায়।

ভার্সিটি শিক্ষক সমিতি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি সন্ত্রাস দূর করার লক্ষ্যে যে কোন কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সরকারের কাছে দাবী জানিয়েছে।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সমিতির জরুরী সাধারণ সভায় এ দাবী জানানো হয়। সভার আলোচ্য বিষয় ছিল "বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসী পরিস্থিতি ও আমাদের করণীয়।"

সভায় বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় সন্ত্রাস দিন দিন বৃদ্ধি পেয়ে চরম আকার ধারণ করার পরও সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সন্ত্রাস দমনে ব্যর্থ হচ্ছে। এ ব্যাপারে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যথাযথ ভূমিকা পালন না করায় সভায় ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়।

সভায় বলা হয়, সন্ত্রাস দমন করার ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিককালে সন্ত্রাসী ঘটনার কোন বিচার না হওয়ায় তার ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সেজন্যে অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত আইন কড়াকড়িভাবে প্রয়োগ করে সন্ত্রাসীদের চিহ্নিত করা ও শাস্তি বিধানের জন্য সভায় দাবী জানানো হয়।

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে সন্ত্রাসীদের প্রত্যাহার করে নেয়ার জন্য আওয়ামী লীগের প্রতি আহবান জানিয়েছেন।

মঙ্গলবার অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে অনুষ্ঠিত এক সন্ত্রাস বিরোধী সমাবেশে নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন যে, আওয়ামী লীগ ও তার ছাত্র সংগঠনের লাগাতার সন্ত্রাসের ফলে দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এখন হুমকির মুখে। উদয়ন স্কুলের সামনে তিনজন স্কুল ছাত্রের গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনার প্রতিবাদে ছাত্রদল এই সন্ত্রাস বিরোধী সমাবেশের আয়োজন করে। ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ এই ঘটনার জন্য আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের (ম-ই) সন্ত্রাসীদের দায়ী করেন।

ছাত্রলীগ (ম-ই)

ছাত্রলীগ (ম-ই) নেতৃবৃন্দ মধুর ক্যান্টিনের সামনে অনুষ্ঠিত সমাবেশে সন্ত্রাস দমনে সরকারী ব্যর্থতার সমালোচনা করেন। নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন যে, পুলিশের সামনেই অস্ত্রধারীরা অস্ত্র হাতে ঘুরে বেড়ানোর পরও উপরের মহলের নির্দেশে তাদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না।

ছাত্রলীগ (ম-ই) সাধারণ সম্পাদক ইকবালুর রহিম, বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতা খিজির হায়াত লিজু, পংকজ নাথ প্রমুখ সমাবেশে বক্তৃতা করেন।

নেতৃবৃন্দ সন্ত্রাস দমনে ব্যর্থ হওয়ায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবী করেন। তারা উদয়ন স্কুলের ছাত্রদের উপর হামলাকারীদের গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবী জানান।